বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

38

তারিখ 05 FEB 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বহুভাষী সাঁটলিপি

"জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি" আমাদের দেশীয় প্রযুক্তি, দেশীয় সম্পদ। ইতিপূর্বে যে সমস্ত লেখক দফতর বিজ্ঞানের এই বিষয়টির উপর বই লিখেছেন সেগুলো ছিল একটি ভাষার উপর। অন্যদিকে জনাব আঃ মান্নান সরকার একই আঁচড়ে বাংলা, ইংরেজী, আরবী সাঁটলিপি তৈরী করে দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। একই সাথে বইটি দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবধারায় লিখার জন্য এবং মাতৃভাষা বাংলার ব্যাপক প্রচলনের পরিপ্রেক্ষিতে— বাংলা খণ্ডটি সহজতর হওয়াতে কিছুদিন পূর্বে দেশের বিভিন্ন দৈনিকে একাধিকবার "বহুভাষী সাঁটলিপি" চালু করার জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ আবেদন জানিয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন দৈনিকের চিঠিপত্র কলাম ও বিশেষ করে দৈনিক ইনকিলাবের ২০-১১-৮৮ ইং তারিখের শিক্ষা ও বিজ্ঞান ফিচার-এর জনাব আজিজুর রহমান, কর্মকর্তা অক্সফোর্ড ট্রেনিং সেন্টারের "বহুভাষী সাঁটলিপি" শিরোনামের মূল্যবান ও জোড়ালো যুক্তিপূর্ণ ফিচারটি আমার দৃষ্টি কেড়েছে। বিভিন্ন দৈনিকের সার কথা বা নিবেদনঃ

"বহুভাষী সাঁটলিপি চালু করে মেধার অপচয় রোধ করুন", "দেশীয় সম্পদ বহুভাষী সাঁটলিপি চালু করে মেধার অত্যাচার রোধ করুন", "বহুভাষী সাঁটলিপি ১০ দিনের ক্লাসে যা আয়ত্তে আনা যায় চলমান অন্যান্য পদ্ধতির সাঁটলিপি ৬০ দিনের ক্লাসেও তা আয়ত্তে আসে না"— ইত্যাদি এ ধরনের উক্তিসমূহের মধ্যে "মেধার উপর অত্যাচার"— এ অনুযোগটি মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। উন্নত দেশে এটাকে একটা বড় রকমের অপরাধ বা ক্রাইম হিসেবে ধরা হয়। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি" চালু করতে আপত্তি কি? কেন আমরা শুধু বার বার বিদেশীদের এবং বিদেশীয় ভাবধারায় অনেক পুরোনো পদ্ধতি

অধ্যাপক নাসির উদ্দিন খান

অনুসরণ করি? একটু ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখতে পাব যে, এককালে তৈরী বাংগালী জাতির "মুসলিম" ইউরোপবাসীদের দেহের শোভা বৃদ্ধি করত। সুতরাং বাংগালী হিসেবে আমরাও যে অতীতে কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছি এরমক ঘটনা কম নয়। জনাব রহমানের অন্য একটি বক্তব্য ছিল "ব্যবহারিক বিষয়ের মৌখিক সমালোচনা একরকম এবং পাশাপাশি সমমেধা, সমশিক্ষাগত যোগ্যতার দু'জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুটোর প্রয়োগে যুক্তি-তর্ক অন্য রকম" আমি এ যুক্তির সাথে এক মত পোষণ করি। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তৈরী হয় আমাদের দেশের মেধা আর সেই সীমিত মেধার অপব্যবহার আদৌ সমীচীন বলে আমি মনে করি না।

কোন কোন দফতর বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের সংকটময় অর্থনৈতিক জীবনের সাথে কিছু একটা টেকনিক্যাল কাজ পুঁথিগত বিদ্যার সাথে শিখে রেখে মনের সতেজতা নিয়ে তারা সম্মুখে আগাতে চায়। জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীর বিভিন্ন কার্যকলাপ পরিদর্শন করে সার্কভুক্ত পদস্থ কর্তা শ্রী শিবনাথ রায় বলেছেন, "এ ধরনের প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই গর্ব নয়, বরং সার্কভুক্ত সকল দেশসমূহের গর্ব"। ইরাক সরকার-এর দফতর বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন, "বাংলাদেশের জনাব আঃ মান্নান সরকার মুসলিমবিশ্বের গর্ব"।

ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আমরা মুসলিম জাহানের সাথে বন্ধুত্ব আরোও সুদৃঢ় করতে পারি আমাদের এই "নব উদ্ভাবিত জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপির" মাধ্যমে— কেননা পৃথিবীতে এই প্রথম আরবী সাঁটলিপি যা অনেকে চেষ্টার পর বাংলাদেশের লেখকই একমাত্র কৃতকার্য হয়েছেন। এখন থেকে এই বইয়ের আরবী খণ্ডটি মধ্যপ্রাচ্যে রফতানী করলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসতে পারে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা এবং আমাদের জনশক্তিও হয়তো সেই সংগে রফতানী করা যেতে পারে। বইটি সকল বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসমূহে চালু করলে প্রতি বছর বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বই আমদানী করতে হবে না।

অনেকের মতে, যেহেতু বাংলা খণ্ডটি খুবই সহজতর এবং বর্তমানে কলেজ/ভার্সিটির বিষয়ের লেকচার বাংলা হওয়াতে শিক্ষার্থীরা অদূরভবিষ্যতে বাংলা খণ্ডটি সম্মাপন করে এর মাধ্যমে অল্প সময়ে সম্মানিত প্রফেসরদের নিকট থেকে বেশী বেশী নোট নিতে পারবে এবং অধ্যাপকমণ্ডলী স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশী নোট দেয়ার ফলে বাজারের সস্তা নোটের উপর থেকে শিক্ষার্থীদের দিন দিন ভরসা কমে আসতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশের মহিলারাও এই লাইনের পেশায় বেশী উদ্যম নিয়ে এগিয়ে আসবে।

আশার কথা যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব আবদুল মান্নান সরকার, পরিচালক, জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একডেমীর জাতীয় "বহুভাষী সাঁটলিপি" সহজতর বইখানা মহাবিদ্যালয়সমূহের জন্য শুধু অনুমোদনই দেননি বরং এর বহুল প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছেন এবং ইতিমধ্যে অধ্যাপক-অধ্যাপিকামণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পেয়েছে। পিটম্যান, গ্রেগ উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপক/অধ্যাপিকামণ্ডলীদের এই নতুন পদ্ধতিতে স্বল্পকালীন সাঁটলিপি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ফলপ্রসূ ফলাফল আসতে শুরু করেছে।